আজকের কাগজ

তারিখ 26 APR 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৭

৯৬

আর্থিক দৈন্যতা, শিক্ষক স্বল্পতা, উপকরণের অভাব

ফরিদপুর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ব্যাহত হচ্ছে

শিক্ষা উপকরণের অভাব, অভিভাবকদের আর্থিক দৈন্যতা, আসবাবপত্রের সংকট, শিক্ষকের স্বল্পতাসহ বিভিন্ন কারণে পাবনার ফরিদপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গেছে, উপজেলার ৪৭টি সরকারি ও ২০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে ৩শ' ৪০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন হলেও রয়েছে ৩শ' ১৭ জন। ৪ জন প্রধান শিক্ষকসহ ২৩ জন সহকারি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, উপজেলার বিদ্যালয়গুলোর ৩৫ ভাগ আধাপাকা এবং বাকি ৬৫ ভাগই টিন ও বেড়ার তৈরি। অনেক বিদ্যালয় ১৫/২০ বছরের পুরানো। এসব জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলো দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। কোন কোন বিদ্যালয় অবিলম্বে মেরামত করা না হলে যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

এছাড়া প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চের চরম অভাব রয়েছে। ফলে খোলা আকাশের নীচে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে কখনোবা ইট, মাদুরের উপর বসে প্রখর রোদে ক্লাস করতে হচ্ছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখা-পড়ার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

এদিকে সরকারি অর্থমঞ্জুরীর অভাবে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো বন্ধের উপক্রম হয়েছে। ২০৫ খাতের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা দীর্ঘ দিন কোনো বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যাবে বলে অভিজ্ঞমহল আশংকা করছেন। মোঃ আবু বাসেত পাবনা ফরিদপুর থেকে।